ই-অগ্রণী দর্পণ

৪র্থ বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

পরিচালনা পর্ষদ

চেয়ারম্যান
ড. জায়েদ বখ্‌ত

পরিচালক
বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য খোকন, এনডিসি
মফিজ উদ্দীন আহমেদ
কাশেম হুমায়ূন
কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
খোন্দকার ফজলে রশিদ
তানজিনা ইসমাইল
মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ
মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
মো. মুরশেদুল কবীর

ই-অগ্রণী দর্পণ
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ত্রৈমাসিক ই-বুক প্রকাশনা

প্রধান উপদেষ্টা
মো. মুরশেদুল কবীর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা

মো. আনোয়ারুল ইসলাম
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

শ্যামল কৃষ্ণ সাহা
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

রেজিনা পারভীন
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

পারভীন আকতার
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মহাব্যবস্থাপকগণ

মো. গোলাম কিবরিয়া
মো. সামছুল হক
শামিম উদ্দিন আহমেদ
হোসাইন ঈমান আকন্দ
বাহারে আলম
মো. আবুল বাশার
মো. নুরুল হুদা
মোহাম্মদ ফজলুল করিম
মো. শাহিনূর রহমান
আবু হাসান তালুকদার
এনামুল মাওলা
একেএম শামীম রেজা
মো. ফজলে খোদা
মো. শামছুল আলম
একেএম ফজলুল হক
মো. আশেক এলাহী
রূবানা পারভীন
মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম
শিরীন আখতার
মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী

সম্পাদকীয় পরামর্শক
মো. আমিনুল হক
মহাব্যবস্থাপক
এইচআরপিডিওডি

সম্পাদক
আজগর আলী মোল্লা
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

সহকারী সম্পাদক
অলক চন্দ্র মজুমদার
মো. মাহমুদুল হক
জিএম রাকিবুল হাসান
ফারহানা সুলতানা
প্রীতম বড়ুয়া
মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
ইসরাত ইরিন
পারভীন আক্তার
শাহনাজ রহমান মুক্তা

প্রকাশনায়: স্পেশাল স্টাডি সেল, পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩), ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০।
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫, ইমেইল ssc@agranibank.org
www.eagranidarpon.org

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

মহান বিজয় দিবস পালন

অগ্রণী ব্যাংকে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ৬

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২

চট্টগ্রাম সার্কেলের উদ্যোগে মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা ৭
কুমিল্লা সার্কেলের ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা ৭
খুলনা সার্কেলের ব্যবসা পর্যালোচনা সভা ৮
রংপুরে ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা ৮
অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর কর্তৃক মিট দ্য রেমিটার অনুষ্ঠিত ৯
প্রবাসীদের সম্মানে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর ব্যতিক্রম আয়োজন ৯

অগ্রণী পরিক্রমা

নবীন উদ্যোক্তার মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের তাৎক্ষণিক ঋণ বিতরণ ১০
রংপুরে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলা ১০
দিনাজপুরে কৃষি ঋণ বিতরণ ১১

উদ্বোধন

অগ্রণী ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অটোমেশন কার্যক্রম শুরু ১১
ফরিদপুরের বাগাট বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা উদ্বোধন ১১
নতুন ঠিকানায় শ্রীনগর শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন ১২

চুক্তি

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক ১২
অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে বসুন্ধরা মাল্টি স্টিলের ঋণচুক্তি ১৩

যোগদান

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ১৩
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন রেজিনা পারভীন ১৪
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন পারভীন আকতার ১৪

পদোন্নতি

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন ১৪
মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আবু হাসান তালুকদার ১৫
পদোন্নতি পেলেন ৪ জন নির্বাহী এবং ৪৩ জন কর্মকর্তা ১৫
মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী ১৫
পদোন্নতি পেলেন ৯ জন নির্বাহী এবং ৪০ জন কর্মকর্তা ১৫
মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মোহাম্মদ ইউছুফ খান ১৬

ট্রেনিং ও কর্মশালা

Reshaping Behavioral Pattern for Giving Personalized Service বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১৬
অগ্রণী স্মার্ট ব্যাংকিং শীর্ষক ওয়েবিনার ১৬
জুম প্লাটফরমে ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১৭

পুরস্কার

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুরের রেমিট্যান্স অ্যাসোয়িশেন, সিঙ্গাপুর কর্তৃক 'অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ ১৭

শোক সংবাদ ১৮

কবিতা

বিজয়ের স্মৃতিকথা: শাহনাজ রহমান মুক্তা ১৯

ছড়া

পালহারা শৈশব: মো. মফিজুল হক ২০

বিশেষ নিবন্ধ

Implementation of Strategic Workforce Planning:
Common Barriers and Possible Solutions : Tajul Islam Mohammad Faisal ২১

কবিতা

তুমি রাষ্ট্রযন্ত্র: পার্থ প্রতিম দে ২৩

গল্প

জোছনা ফিরে এসেছে, বাবা ফিরে আসেনি: রাসয়াত রহমান জিকো ২৪

সম্পাদকীয়

বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৫১ বছর পূর্তিতে বাংলাদেশের জনগণ মহান বিজয় দিবস উদযাপন করছে। মহান বিজয় দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ হতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের সামনে শহীদ জাফর চত্বরে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং পরে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সেপ্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান ভবনটিও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

করোনা পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা ব্যাংকিং সেক্টরেও পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঘাটতি, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি, ডলার সংকট ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিও নাজুক অবস্থায় রয়েছে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে দেশের অভ্যন্তরীন উৎপাদনশীল খাতে উৎপাদন ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার আন্তর্জাতিক বাজারে ইউএস ডলারের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানী ঋণপত্র খুলতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের দক্ষ দিকনির্দেশনায় অগ্রণী ব্যাংক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের ঋণপত্রের ডলার সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ব্যাংকের অন্যান্য গ্রাহকদের ডলার সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। ব্যাংকের তারল্য অবস্থার উন্নয়নে স্বল্প সুদবাহী ও সুদবিহীন আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবাসীদের নিকট হতে বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে সিংগাপুরস্থ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউসে মিট দ্যা বরোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও দেশের সকল শাখায় আমানত ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির জন্য প্রচারণা করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের নির্দেশনায় ব্যাংকের বার্ষিক ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' পালনের যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নে এই তিন মাসে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, খুলনা এবং রংপুর সার্কেলে মিট দ্যা বরোয়ার ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। কৃষি ঋণ এবং নারী উদ্যোক্তার মাঝে প্রকাশ্যে তাৎক্ষণিক ঋণ বিতরণ করা হয়। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক, বসুন্ধরা মাল্টি স্টিলের সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ত্রৈমাসে দ্য রেমিট্যান্স অ্যাসোসিয়েশন, সিঙ্গাপুর কর্তৃক 'গালা ডিনার এন্ড নাইট ২০২২' এ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুরকে অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অগ্রণী ব্যাংকের ৩জন নতুন ডিএমডি যোগদান করেন যথা শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, রেজিনা পারভীন ও পারভীন আক্তার। জিএম পদে পদোন্নতি পান মো. আবু হাসান তালুকদার, মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী ও মোহাম্মদ ইউসুফ খান। এরই মধ্যে আমাদের একজন জিএম ও ইঞ্জিনিয়ার ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন ডিএমডি হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে জনতা ব্যাংকে যান। ১৩ জন কর্মকর্তাকে নির্বাহী পদে এবং ৮৩ জন কর্মকর্তাকে পরবর্তী গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। অগ্রণী ব্যাংকে কর্মকর্তাদের মানোন্নয়নে ই-ফাইলিং, স্মার্ট ব্যাংকিং ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে আমরা শুধু ব্যাংকিং কার্যক্রমই পরিচালনা করি না। একই সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সরকারের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইউজার ফি এবং রেভিনিউ সংগ্রহের অটোমেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে যা রোগীদের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব করবে এবং সময় সাশ্রয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কোন একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সার্বিক চিত্র ফুটে উঠে বার্ষিক সমাপনী বিবরণীতে। ২০২২ সালের বার্ষিক সমাপনীও ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এবছর ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা ১৪০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে যা বিগত বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

আমরা এই সংখ্যায় ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের লেখা কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প নিবন্ধ করেছি যা অগ্রণী দর্পণকে আরও আকর্ষণীয় করেছে। নবীন লেখকদের জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

ইংরেজী ২০২৩ নববর্ষ উদযাপিত হয়েছে। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান বিজয় দিবস পালন

অগ্রণী ব্যাংকে মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পরিচালক কাশেম হুমায়ূন, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু এবং তানজিনা ইসমাইল। সকালে প্রধান কার্যালয়ের সামনে শহীদ জাফর চত্বরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। পরে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, শ্যামল কৃষ্ণ সাহা, রেজিনা পারভীন এবং পারভীন আকতার, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অফিসার সমিতি, সিবিএ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ড, স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সামনে প্রধানমন্ত্রীর বাণী সম্বলিত ব্যানার স্থাপন, অগ্রণী ব্যাংক ভবন আলোকসজ্জিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংকের সমন্বয়ে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২

করোনাকালীন সংকট পরবর্তীতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা ব্যাংকিং সেক্টরেও পড়েছে। সেপ্রেক্ষিতে আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজারে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, ব্যাংকের তারল্য অবস্থার উন্নয়নে সুদবিহীন ও স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহ, বৈদেশিক রেমিট্যান্স ও রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ-জ্বালানী ব্যয়সহ সকল পরিচালন ব্যয় হ্রাসে কৃচ্ছতাসাধন, প্রত্যাশিত পরিচালন মুনাফা অর্জন, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, নিয়মিতকরণ, অবলোপনকৃত ঋণ আদায় ও নতুন ঋণ শ্রেণীকরণ রোধ, ক্রমবর্ধমান প্রভিশন ঘাটতি ও মূলধন ঘাটতি দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ সার্বিক ব্যবসায়িক সূচক সমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ০১-০৯-২০২২ তারিখে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৮৩১ সভায় 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২ (Accelerating Progress-2022)' শীর্ষক ১০১ দিনের (২০-০৯-২০২২ হতে ২৯-১২-২০২২ পর্যন্ত) বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। উক্ত কর্মপরিকল্পনা প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল একাউন্টস ডিভিশনের পত্র নং সিএডি/১৩৮/২০২২, তারিখ: ১৮/০৯/২০২২ এর মাধ্যমে সকল সার্কেল, আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা সমূহকে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সার্কেল, অঞ্চল ও শাখাসমূহের উদ্যোগে মিট দ্যা বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয় যা নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২

চট্টগ্রাম সার্কেলের উদ্যোগে মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা

চট্টগ্রামে 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' এর অংশ হিসেবে মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভায় বাম থেকে হাবিবুর রহমান গাজী, মো. মুরশেদুল কবীর, মো. মনিরুল ইসলাম এবং শামিম উদ্দিন আহমেদ

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২ (Accelerating Progress-২০২২) শিরোনামে ১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২২ এর আলোকে চট্টগ্রাম সার্কেলের উদ্যোগে মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় শীর্ষক এক সভা ৩০/০৯/২০২২ তারিখে চট্টগ্রামের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী এবং মো. মনিরুল ইসলামসহ চট্টগ্রামের শীর্ষ ব্যবসায়ী, বিভিন্ন শাখার সম্মানিত গ্রাহক এবং চট্টগ্রাম সার্কেলাধীন সকল শাখার ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও চট্টগ্রামকে Great Business Hub উল্লেখ করে এর সুবিধা কাজে লাগাতে সকল ব্যবস্থাপককে উজ্জীবিত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়কে Top Priority দেয়ার নির্দেশনা প্রদানসহ নতুনভাবে যাতে কোন ঋণ শ্রেণীকৃত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন। ঋণগ্রহীতাদের ব্যবসায়িক পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের সুযোগ সুবিধা নিয়ে এগিয়ে এসেছে উল্লেখ করে তিনি গ্রাহকদেরকে এসকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার আহবান জানান। এ সময় সম্ভাব্য এক্সপোর্টারদের সাথে মতবিনিময়, নতুন গ্রাহকদের মাঝে ৪.০৯ কোটি টাকা এসএমই ঋণে স্পট মঞ্জুরি প্রদান এবং ৬.১৩ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সার্কেল মহাব্যবস্থাপক শামিম উদ্দিন আহমেদ।

কুমিল্লা সার্কেলের ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা

কুমিল্লা সার্কেলে আয়োজিত মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভায় বাম থেকে মো. মনিরুল ইসলাম, মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. মুরশেদুল কবীর এবং মো. আবুল বাশার

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২ শিরোনামে ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কুমিল্লা সার্কেলের উদ্যোগে মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০২২ কুমিল্লার কোর্টবাড়ি রোডে ব্যুরো বাংলাদেশের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। কুমিল্লা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল বাশারের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. মনিরুল ইসলামসহ নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যাংকের গ্রাহক ও ঋণগ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২

খুলনা সার্কেলের ব্যবসা পর্যালোচনা সভা

খুলনা সার্কেলে আয়োজিত মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভায় বাম থেকে
মো. হাবিবুর রহমান গাজী, মো. মুরশেদুল কবীর,ড. জায়েদ বখত,
মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং শিরীন আখতার

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২ শিরোনামে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের ১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষে খুলনা সার্কেলের উদ্যোগে মিট দ্য বরোয়ার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ অক্টোবর ২০২২ যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শিরীন আখতারের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী ও মো. আনোয়ারুল ইসলামসহ খুলনা সার্কেলাধীন সকল অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধান, উর্ধ্বতন নির্বাহী, শাখা ব্যবস্থাপকগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যাংকের গ্রাহক ও ঋণ গ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২ বাস্তবায়নে গ্রাহক সেবার মান আরো উন্নতকরণ, আমানত সংগ্রহ, ভালো ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করে ঋণ প্রদান, বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ এবং শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২২ সালে অগ্রণী ব্যাংকের মুনাফা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে ১২ জন ঋণগ্রহীতাকে ৫.২৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান এবং ২২ জন খেলাপী ঋণগ্রহীতা হতে ১.৮৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

রংপুরে ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা

রংপুর সার্কেলে আয়োজিত মিট দ্য বরোয়ার ও ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভায় বাম থেকে
বাহারে আলম, ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, মো. মুরশেদুল কবীর,
মো. আনোয়ারুল ইসলাম এবং মো. মোজাম্মেল হোসেন

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২ শিরোনামে ১০১ দিনের কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রংপুর সার্কেলের উদ্যোগে ৪ নভেম্বর ২০২২ মহানগরের সেন্ট্রাল রোডস্থ হোটেল নর্থ ভিউ-এ ব্যবসায়িক মতবিনিময় সভা ও মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলমের সভাপতিত্বে এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (আইডি) মো. মোজাম্মেল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ রংপুর সার্কেলাধীন রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান, উর্ধ্বতন নির্বাহী, শাখা ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং গ্রাহক ও ঋণ গ্রহীতাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মো. মুরশেদুল কবীর আমানত সংগ্রহ, ভালো ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করে ঋণ প্রদান, বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ, রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে রপ্তানীকারকদের সহযোগিতা, সুদ বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি ছাড়াও শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়, নিরীক্ষা আপত্তি হ্রাস ও উত্তম গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে রংপুর সার্কেলের সকলকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা ২০২২

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিংগাপুর কর্তৃক মিট দ্য রেমিটার অনুষ্ঠিত

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপন ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা'র বিশেষ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরস্থ প্রবাসীদের সম্মাননা অনুষ্ঠান মিট দ্য রেমিটার অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর কর্তৃক হোটেল পার্ক রয়েল এর বলরুমে গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনের হাই কমিশনার মো. তাওহিদুল ইসলাম (এনডিসি)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। অগ্রণী ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরের সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন লেবার কাউন্সিলর মো. আতাউর রহমান,পাসপোর্ট উইংসের কাউন্সিলর এবং হেড অব চেন্সরি ওয়াসিমুল বারী, লেবার উইংসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আহমেদ হোসেন ভুইঞা, সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি জহিরুল ইসলাম, অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রা. লি.-এর সিইও এন্ড ডিরেক্টর আবু সুজা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এবং অপারেশন্স ম্যানেজার নেছার আহমেদ মিশুক। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুর বিজনেস চেম্বার এর নেতৃবৃন্দ, সিঙ্গাপুরের সকল স্তরের রেমিটারবৃন্দসহ ২০২১ সালে সর্বোচ্চ সংখ্যক রেমিট্যান্স প্রেরণকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত ১৫ জন রেমিটার।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর কর্তৃক হোটেল পার্ক রয়েল এর বলরুমে আয়োজিত মিট দ্য রেমিটার শীর্ষক সভায় হাই কমিশনার মো. তাওহিদুল ইসলাম(এনডিসি), অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও এবং রেমিটারসহ অন্যান্যরা

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হাই কমিশনার মো. তাওহিদুল ইসলাম প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সুযোগ, সুবিধার কথা উল্লেখ করে বৈধনপথে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানান। বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অগ্রণী ব্যাংক চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত অর্থনীতির বর্তমান ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির আলোকে বক্তব্য রেখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মাধ্যমে আরো বেশি করে রেমিট্যান্স প্রেরণ করার আহবান জানান। সভাপতির বক্তব্যে এমডি অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রেরন করার জন্য প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন- আপনারা অগ্রণী ব্যাংকের উপর আস্থা রাখায় অগ্রণী ব্যাংক রেমিট্যান্সে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে শীর্ষে এবং সকল ব্যাংকের মধ্যে ১০ (দশ) বছরের অধিককালব্যাপী দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। তিনি অগ্রণী রেমিটঅ্যাপ এবং স্মার্ট অ্যাপ ব্যবহার করার জন্যও প্রবাসীদের প্রতি অনুরোধ জানান। অগ্রণী ব্যাংকে কোন তারল্য সংকট নেই এবং অগ্রণীর সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত বলে তিনি গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেন।

প্রবাসীদের সম্মানে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর ব্যতিক্রম আয়োজন

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর আয়েজিত মিট দ্য রেমিটার শীর্ষক ব্যতিক্রম সভার একাংশ

'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' উদযাপন ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর 'উজ্জীবিত অগ্রযাত্রা-২০২২' বিশেষ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সিঙ্গাপুরস্থ প্রবাসী রেমিটারদের সম্মানে সমুদ্র তীরবর্তী তোয়াস সাউথ ডরমেটরীতে গত ২০ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে মিট দ্য রেমিটার শীর্ষক ব্যতিক্রম সভা আয়োজন করে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর । উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর,অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাঃ লিঃ এর সিইও এন্ড ডিরেক্টর আবু সুজা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এবং অপারেশন্স ম্যানেজার নেছার আহমেদ মিশুক।

অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠালে দেশ, পরিবার অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয় উল্লেখ করে প্রবাসীদের বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উজ্জীবিত ও উৎসাহ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখার জন্য প্রবাসী গ্রাহকদের আহবান জানান। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে প্রেরণ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এর সিইও আবু সুজা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম সবসময় প্রবাসীদের পাশে থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করেন। সিঙ্গাপুরস্থ প্রবাসীরা ডরমেটরীতে এসে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ধনবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অগ্রণী পরিক্রমা

নবীন উদ্যোক্তার মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের তাৎক্ষণিক ঋণ বিতরণ

নবীন উদ্যোক্তার মাঝে অগ্রণী ব্যাংকের তাৎক্ষণিক ঋণ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীরসহ অন্যান্যরা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ADB এর অর্থায়নে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কতৃর্ক ২৩টি তফসিলি ব্যাংকের ২৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশব্যাপী চলমান উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম এর আওতায় Enterpreneurship Development Program & Open Loan Disbursment Ceremony এ "উদ্যোগ সফলতায় ১০০ ঘন্টা" শীর্ষক পুস্তকের মোড়ক উন্মোচন এবং নতুন উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গত ২৭ অক্টোবর ২০২২ এ.কে.এন আহমেদ অডিটোরিয়াম, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (মিরপুর-২) এ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন SEIP প্রকল্পের নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক মো. এখলাছুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর আবু ফরাহ মোঃ নাছের। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী এবং হেড অব এসএমইগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মাননীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং হেড অব এসএমই মোঃ এনামূল কবির উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় গভর্নর মহোদয় কর্তৃক Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অধীনে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে ৫ জন নবীন উদ্যোক্তার মাঝে তাৎক্ষণিক ঋণ বিতরণ করা হয়।

এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে মোট ২৫ জন নবীন উদ্যোক্তাকে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট, সিলেট এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

রংপুরে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলা

রংপুর সার্কেলাধীন রংপুর অঞ্চলের নীলফামারী জেলার জলঢাকা শাখার উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর ২০২২ নীলফামারী সদর উপজেলার কচুকাটা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত এ মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুরের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল হাকিম।

মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন অগ্রণী ব্যাংক রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলম, রংপুর অঞ্চলের উপমহাব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধান শেখ আকরাম উদ্দীন এবং কচুকাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রউফ চৌধুরী প্রমুখ।
সভাপতিত্ব করেন জলঢাকা শাখার ব্যবস্থাপক মো. আবু হাতেম। মেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, শাখার সম্মানিত গ্রাহকগণ ও সুবিধাভোগী কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

রংপুরে মো. আবু হাতেমের সভাপতিত্বে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলায় মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলমসহ অন্যান্যরা

অগ্রণী পরিক্রমা

দিনাজপুরে কৃষি ঋণ বিতরণ

রংপুর সার্কেলাধীন দিনাজপুর অঞ্চলের সেতাবগঞ্জ শাখার উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার সরকারি সেতাবগঞ্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত এ মেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক রংপুরের নির্বাহী পরিচালক মো. আব্দুল হাকিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অগ্রণী ব্যাংক রংপুর সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলম, সেতাবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছন্দা পাল, পৌরসভার মেয়র মো. আসলাম। উপমহাব্যবস্থাপক ও দিনাজপুরের অঞ্চল প্রধান শাহানাজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সেতাবগঞ্জ শাখার ব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ ব্যাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সম্মানিত গ্রাহক ও কৃষকগণ উপস্থিত ছিলেন। ঋণ মেলায় দিনাজপুর অঞ্চলাধীন ১২টি শাখার ৫৩৫ জন ঋণগ্রহীতার অনুকূলে ৩৩৫.৭৭ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

দিনাজপুরে শাহানাজ চৌধুরীর সভাপতিত্বে কৃষি ঋণ বিতরণ মেলায় মহাব্যবস্থাপক বাহারে আলমসহ অন্যান্যরা

উদ্বোধন

অগ্রণী ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অটোমেশন কার্যক্রম শুরু

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অটোমেশন কার্যক্রম উদ্বোধনকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান, মহাব্যবস্থাপক শামিম উদ্দিন আহমেদ

অগ্রণী ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্যাংকের সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইউজার ফি এবং রেভিনিউ সংগ্রহের অটোমেশন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক। এসময় হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামীম আহসান, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. সাহেনা আক্তার, চট্টগ্রাম সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক শামিম উদ্দিন আহমেদ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উপমহাব্যবস্থাপক লক্ষ্মণ চন্দ্র দাস, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক বিজয় বড়ুয়া, হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ গ্রাহকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ফরিদপুরের বাগাট বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা উদ্বোধন

ফরিদপুরের মধুখালির বাগাট বাজারে অগ্রণী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার ১২/১২/২০২২ তারিখে বাগাট বাজার মসজিদ মার্কেটের দোতলায় এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক অমল চন্দ্র সিকদার। এছাড়া সিনিয়র শিক্ষক মো. ইউনুস আলী ফকিরের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন এসপিও মো. আমজাদ হোসেন, মো. তারিকুল ইসলাম, বাগাট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো. মতিয়ার রহমান খান, আওয়ামী লীগ সভাপতি মো. শাজাহান হোসেন মোল্লা সাবেক চেয়ারম্যান আ. রহিম ফকির, বাউবি প্রধান শিক্ষক মো. রজব আলী মোল্লা, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের স্বত্বাধিকারী মো. রাজু খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন জাহিদ বিন আজিজ, গীতা পাঠ করেন পিযুষ ব্যানার্জী। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক, ইমাম, গ্রাহক ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

ফরিদপুরের বাগাট বাজারে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখা উদ্বোধন করছেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক অমল চন্দ্র সিকদার

উদ্বোধন

নতুন ঠিকানায় শ্রীনগর শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন

আধুনিক ব্যাংকিং সেবা নিয়ে আরো বড় পরিসরে গ্রাহকদের উন্নততর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের শ্রীনগর শাখা নতুন ঠিকানা শ্রীনগর প্লাজায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ১ নভেম্বর ২০২২ হতে নতুন ঠিকানায় শাখাটির কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সার্কেল-২ এর মহাব্যবস্থাপক মো. ফজলে খোদা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের প্রধান মো. আনোয়ার হোসেন, শ্রীনগর শাখার ব্যবস্থাপক রেজাউল করিম এবং শাখার গ্রাহকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। শেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। গ্রাহকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মো. আবুল হোসেন এবং মো. আনোয়ার হোসেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও তার বক্তৃতায় সম্মানিত গ্রাহকদেরকে ব্যাংকের মধ্যমণি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, গ্রাহক-বান্ধব ব্যাংক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংক সবসময় আপনাদের সেবা দিতে প্রস্তুত। অগ্রণী ব্যাংকের সেবা নেওয়ার জন্য সবসময়ই আপনাদের সুস্বাগতম।

নতুন ঠিকানায় শ্রীনগর শাখার কার্যক্রম উদ্বোধন করছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর

চুক্তি

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক

ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বেবিচকের সদস্য (প্রশাসন) মো. মিজানুর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারক বিনিময় করছেন

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালার আওতায় গৃহনির্মাণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়ের ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরুর নিমিত্তে অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ বেবিচকের কনফারেন্স রুমে অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বেবিচকের সদস্য (প্রশাসন) মো. মিজানুর রহমান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বেবিচকের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান, অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলম, মহাব্যবস্থাপক (সিএফও) মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, বেবিচকের সদস্য (অর্থ) মো. মাহবুব আলম তালুকদার, এয়ার কমোডর সাদিকুর রহমান চৌধুরীসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

চুক্তি

অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে বসুন্ধরা মাল্টি স্টিলের ঋণচুক্তি

অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর এবং বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফওয়ান সোবহান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তি বিনিময় করছেন

বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সঙ্গে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড লিড অ্যারেঞ্জার ও এজেন্ট হিসেবে ২ হাজার ৫২৮ কোটি ৫৪ লাখ টাকার সিন্ডিকেটেড ঋণচুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকসহ এ চুক্তিতে অংশ নিয়েছে সাত ব্যাংক। এতে এককভাবে অগ্রণী ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ ৪৬০ কোটি ১০ লাখ টাকা। ১৫ ডিসেম্বর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বসুন্ধরা গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান ও বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফওয়ান সোবহান এবং অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান। এসময় অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলম, প্রধান শাখার মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফজলুল করিম, মহাব্যবস্থাপক (আইডি) শিরীন আখতার সহ বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এসময় বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান বলেন, অগ্রণী, সোনালী, জনতা ব্যাংকের সঙ্গে বসুন্ধরা গ্রুপের সম্পর্ক ৩৫ বছর। আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করছি। হাজার হাজার লোক আজ শিল্পায়নে এগিয়ে আসছেন।

অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর বলেন, বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থায় কোনো তারল্য সংকট নেই। সব ব্যাংক সুদৃঢ় অবস্থানে আছে। দেশের সেরা শিল্পগ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ। এই শিল্পোদ্যোক্তা পরিবার দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখছেন। দেশের খেলাধুলার উন্নয়নেও বসুন্ধরা গ্রুপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিপদগ্রস্থ দরিদ্র কৃষকদের কল্যাণেও মানবতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বসুন্ধরা গ্রুপ।

বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাফওয়ান সোবহান বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে বাংলাদেশও একটি উন্নয়নশীল জাতি। দেশের অবকাঠামো খাতের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে। অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। ভবিষ্যতে স্মার্ট বাংলাদেশের অবকাঠামো বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বসুন্ধরা মাল্টি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

যোগদান

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে শ্যামল কৃষ্ণ সাহার যোগদান

শ্যামল কৃষ্ণ সাহা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ২৪/১১/২০২২ তারিখে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন শ্যামল কৃষ্ণ সাহা। এর আগে তিনি জনতা ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে সুনাম ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেডে যোগদান করেন। সেখানে দীর্ঘ ৩৩ বছরের ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি মহাব্যবস্থাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, কমন সার্ভিস ডিভিশন, মনিটরিং এন্ড কমপ্লায়েন্স ডিভিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়াও ক্যামেলকো, সিআরও, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান, মহাখালী কর্পোরেট শাখার প্রধান এবং বিভিন্ন এরিয়ার প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, রির্সাচ এন্ড প্ল্যানিং ডিভিশন, অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশনে কর্মরত ছিলেন। তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষাজীবনে শ্যামল কৃষ্ণ সাহা কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর (এমএসসি) ডিগ্রি এবং এমবিএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার ঘোনাবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগদান

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে রেজিনা পারভীনের যোগদান

রেজিনা পারভীন

অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২১/১১/২০২২ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ২৮/১১/২০২২ তারিখে যোগদান করেছেন রেজিনা পারভীন। পদোন্নতির পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংকে জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে এবং এর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট, একাউন্টস, ওয়েলফেয়ার, জেনারেল ব্যাংকিং এবং ফরেন ট্রেড ডিপার্টমেন্টেসমূহে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও চাকুরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা, লোকাল অফিস এবং ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। তিনি দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৮৮ সালে জনতা ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে ১৯৮৭ সালে এমএসএস করেন এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে গ্রীন ইউনিভার্সিটি হতে এমবিএ (এইচআরএম) ডিগ্রী অর্জন করেন। রেজিনা পারভীনের জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলায়, তার পিতার নাম মৃত আব্দুর রশিদ মল্লিক এবং মাতার নাম মিসেস মনোয়ারা বেগম।

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পারভীন আকতারের যোগদান

পারভীন আকতার

অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২১/১১/২০২২ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ১/১২/২০২২ তারিখে যোগদান করেছেন পারভীন আকতার। পদোন্নতির পূর্বে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি হাউজ বিল্ডিং ফ্যাইন্যান্স কর্পোরেশনের (এইচবিএফসি) প্রধান কার্যালয়ে হিসাব ও অর্থ, আইসিটি এবং আইন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি কৃষি ব্যাংকে প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ, আইসিসি, আইসিটি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন এবং ফরিদপুর ও কুমিল্লা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ছিলেন। এইচবিএফসি-এ চাকুরিকালীন তিনি রিজিওনাল ম্যানেজার হিসেবে কুমিল্লা, জোনাল ম্যানেজার হিসেবে ময়মনসিংহ এবং জোন-৪ (মিরপুর) এর দায়িত্বে ছিলেন। তিনি দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

পারভীন আকতার ১৯৯৬ সালে এইচবিএফসি-এর সিনিয়র অফিসার পদে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৯৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

উচ্চমাধ্যমিকে মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করা বাবা মো. হাফিজ উদ্দীন এবং মা মালেকা বেগমের সন্তান পারভীন আকতার জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলাধীন রামপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার একমাত্র কন্যা আদৃতা রহমান খেয়া সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল সার্জারি বিভাগে অধ্যয়নরত।

পদোন্নতি

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন

ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুন

অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২৬/১১/২০২২ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক জনতা ব্যাংক লিমিটেডে পদায়ন করা হয়েছে। তিনি মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন, আন্তর্জাতিক বিভাগ, ট্রেজারি বিভাগ, এসএমই, আরসিডি, এসএফডি, ই এন্ড ইডি, পিসিএসডি (কমন ও প্রিন্টিং), সিপিসিআরএমডি; ঢাকার আমিন কোর্ট, গুলশান, বনানী এবং মহাখালী কর্পোরেট শাখা ঢাকার দায়িত্বে ছিলেন।

ড. মামুন নেপাল, মালয়েশিয়াসহ দেশে-বিদেশে ব্যাংকিং পেশায় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বিআইটি খুলনা (বর্তমানে কুয়েট) থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। 'দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বিষয়ে আমেরিকান ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২০১৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ২০০৬ সালে এমবিএ (ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স বিষয়ে) করেন। অগ্রণী ব্যাংকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজ সফলভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় তাকে পর্ষদ থেকে প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। তিনি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার কলিয়ারচর গ্রামে ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আবু হাসান তালুকদার

মো. আবু হাসান তালুকদার

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আবু হাসান তালুকদার। তিনি ১৯৯৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন। প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তিনি সিপিসিআরএমডি, অডিট কমপ্লায়েন্স ডিভিশন (বহি.) এবং চট্টগ্রাম পূর্ব ও পার্বত্য, টাঙ্গাইলের অঞ্চল প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতকোত্তর। এছাড়াও তিনি এমবিএ ডিগ্রিধারী। ব্যাংকিং পেশার পাশাপাশি তিনি কবিতা, গল্প লেখা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কর্মের সাথে যুক্ত আছেন। তার সম্পাদিত 'অগ্রণী ব্যাংক পরিবার : মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা' গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। তিনি টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার ভুক্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পদোন্নতি পেলেন ৪ জন নির্বাহী এবং ৪৩ জন কর্মকর্তা

৩০/১১/২০২২ তারিখে ব্যাংকের স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে ৪ জন নির্বাহী এবং ৪৩ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। মোহাম্মদ ইউসুফ খানকে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করে এস্টাব্লিসমেন্ট-এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপমহাব্যবস্থাপক পদে ৩ জন পদোন্নতি পেয়েছেন, তাদের নাম ও বদলীকৃত কর্মস্থল যথাক্রমে প্রভাত কুমার মুখার্জী (প্রধান শাখা), শ্যামল চন্দ্র মহোত্তম (এস্টাব্লিসমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), নাহিদ সুলতানা চৌধুরী (শাখা প্রধান, রাজউক ভবন শাখা, ঢাকা)।

সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছেন ৮ জন, তারা হলেন যথাক্রমে– এএফএম শহীদুল আলম (অডিট এন্ড ইন্সপেকশন ডিভিশন-১, প্রধান কার্যালয়), এ.এন.এম. রকিব উদ্দিন (ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশন, ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশন), মো. জহুরুল ইসলাম (মিরপুর শাখা, কুষ্টিয়া), মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন আকন্দ (বাড্ডা শাখা, ঢাকা), মো. হাফিজুর রহমান (ল ডিভিশন), তৌফিক আহমেদ রাহুল (প্রধান শাখা), মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল (প্লানিং, কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশন), মীর্জা মোহাম্মদ আবুল বাছেদ (চক বাজার শাখা, ঢাকা)।

প্রিন্সিপাল অফিসার পদ থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৩ জন, সিনিয়ার অফিসার পদ থেকে প্রিন্সিপাল অফিসার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৮ জন, অফিসার/অফিসার (ক্যাশ) পদ থেকে সিনিয়র অফিসার পদে ৪ জনকে পদোন্নতি পেয়েছেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত সকলকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী

মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী। তিনি ১৯৯৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন। সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, ঢাকা পূর্ব, টাঙ্গাইল ও ঢাকা উত্তরের অঞ্চল প্রধান ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের বাস্তবায়নে সিএমএসএমই বিশেষ প্রণোদনা ঋণ বিতরণে টাঙ্গাইল অঞ্চল সারাদেশে প্রথম হয় এবং অঞ্চল প্রধান হিসেবে তিনি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রশংসাপত্র লাভ করেন।

তিনি দেশে ও বিদেশে প্রায় ৩০টিরও বেশি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন, এর মধ্যে সিঙ্গাপুর ফ্লেমিং ইনস্টিটিউট আয়োজিত 'রিটেইল ব্যাংকিং এশিয়া প্রশিক্ষণ' কর্মসূচি অন্যতম। তিনি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এমবিএ করেন। আতিকুর রহমান সিদ্দিকী টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

পদোন্নতি পেলেন ৯ জন নির্বাহী এবং ৪০ জন কর্মকর্তা

২৯/১২/২০২২ তারিখে ৯ জন নির্বাহী এবং ৪০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। উপমহাব্যবস্থাপক পদে ৩ জন পদোন্নতি পেয়েছেন, তাদের নাম ও বদলীকৃত কর্মস্থল যথাক্রমে মো. আবদুল মজিদ (অঞ্চল প্রধান, রাজশাহী), মো. নাসির উদ্দিন খান (এমআইএস ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়), মো. মহিরুজ্জামান (অঞ্চল প্রধান, গাজীপুর)।

সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ৬ জন হচ্ছেন যথাক্রমে- এইচ এম নাজমুল করিম (শাখা প্রধান, নিউ ইস্কাটন শাখা, ঢাকা), মোহাম্মদ আলম হাকিম (শাখা প্রধান, নিউ মার্কেট শাখা, মাদারীপুর), শায়লা আক্তার (আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা উত্তর অঞ্চল), রাশেদ আহমেদ সালেহ (রমনা কর্পোরেট শাখা), মুহাম্মদ জিয়াউল হক (গুলশান কর্পোরেট শাখা), মো. তারিকুল ইসলাম (অগ্রণী ইক্যুইটি অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড)।

প্রিন্সিপাল অফিসার থেকে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৬ জন, সিনিয়ার অফিসার থেকে প্রিন্সিপাল অফিসারে ২০ জন এবং অফিসার/অফিসার (ক্যাশ) থেকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন ৪ জন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত সকলকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পদোন্নতি

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন মোহাম্মদ ইউছুফ খান

মোহাম্মদ ইউছুফ খান

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ ইউছুফ খান। তিনি ১৯৮৯ সালে সিনিয়র অফিসার (টেকনিক্যাল) হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে যোগদান করেন এবং উপমহাব্যবস্থাপক হিসেবে প্রধান কার্যালয়ে এস্টাব্লিশমেন্ট, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন-২, চট্টগ্রাম উত্তর ও কুমিল্লা অঞ্চলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কয়েকটি শাখার ব্যবস্থাপক ছিলেন।

মোহাম্মদ ইউছুফ খান চুয়েট থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল)-এ স্নাতক। তিনি চট্টগ্রামের দোহাজারী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বড় মেয়ে ৩৯তম বিসিএসে মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করে দৌলতপুরের শায়েস্তাগঞ্জে কর্মরত, মেজো মেয়ে চুয়েট মেকাট্রনিক্স এন্ড আইপি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) চূড়ান্ত বর্ষে অধ্যয়নরত এবং ছোট মেয়ে ভিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকে অধ্যয়নরত।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

Reshaping Behavioral Pattern for Giving Personalized Service বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

Behavioral Pattern for Giving Personalized Service
বিষয়ক ভার্চুয়াল কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীর একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে Reshaping Behavioral Pattern for Giving Personalized Service শিরোনামে ১ দিনব্যাপী ভার্চুয়াল কর্মশালা আয়োজিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত থেকে উদ্বোধন করেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হাবিবুর রহমান গাজী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক এবং চিফ রিস্ক অফিসার মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম, এফসিএ। সভাপতিত্ব করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও এবিটিআই পরিচালক সুপ্রভা সাঈদ। কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার বিভাগীয় প্রধান, কর্পোরেট শাখা প্রধান/ শাখা ব্যবস্থাপক এবং সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় অবস্থিত অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের সিইওবৃন্দ। কর্মশালায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক খোন্দকার ফজলে রশীদ এবং সিঙ্গাপুরের লিঙ্ক ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট-এর সিইও Gea Ben Peng সেশন পরিচালনা করেন।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

অগ্রণী স্মার্ট ব্যাংকিং শীর্ষক ওয়েবিনার

অগ্রণী স্মার্ট ব্যাংকিং শীর্ষক ওয়েবিনার ট্রেনিং-এ অংশগ্রহনকারীর একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) এবং আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের যৌথ আয়োজনে ২৪ নভেম্বর 'অগ্রণী স্মার্ট ব্যাংকিং' শীর্ষক ওয়েবিনারে ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ওয়েবিনারটি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক রুবানা পারভীন, সিআইটিও মো. শাহীনূর রহমান, দূয়ার ব্যাংকিং-এর এসইভিপি জালাল উদ্দিন মাহমুদ এবং আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের উপমহাব্যবস্থাপক মো.আফজাল হোসেন। সভাপতিত্ব করেন এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক সুপ্রভা সাঈদ। ওয়েবিনারের ট্রেনিং-এ অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার তিনশতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ট্রেনিং ও কর্মশালা

জুম প্লার্টফরমে ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ই-ফাইল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীর একাংশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২-২৩ অনুযায়ী অগ্রণী ব্যাংকের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে ই-ফাইল সিস্টেমে ব্যাংকের নথি নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যে ১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ ই-ফাইল বিষয়ে এক দিনব্যাপী দুটি পৃথক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি এবিটিআই এবং আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয় ।

প্রশিক্ষণে অংশগহণকারী কর্মকর্তাগণ কর্মশালা পরবর্তী সময়ে তাদের নিজ নিজ ডিভিশন ও দপ্তরে ই-ফাইল সিস্টেমের মাধ্যমে নথি নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। এই কাজে আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের মাধ্যমে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অত্র ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিভিশন ও সার্কেল অফিস এবং কর্পোরেট শাখার ৭৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্স সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন এবিটিআই-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও অনুষদ সদস্য মো. মিজানুর রহমান ও মনোয়ারা বেগম এবং আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশনের অফিসার (আইসিটি) উজ্জ্বল হোসেন।

পুরস্কার

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুরের রেমিট্যান্স অ্যাসোয়িশেন, সিঙ্গাপুর কর্তৃক 'অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ

'অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড' গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে আবু সুজা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এবং অপারেশন'স ম্যানেজার নেছার আহমেদ মিশুক

করোনাকালীন প্রেক্ষাপটে প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ডরমেটরি হতে সংগ্রহের মাধ্যমে দেশে প্রেরণের জন্য দ্য রেমিট্যান্স অ্যাসোয়িসেশন, সিঙ্গাপুর কর্তৃক আয়োজিত 'গালা ডিনার এ্যন্ড অ্যাওয়ার্ড নাইট ২০২২' এ অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুরকে অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করেন মিস ইন্দ্রানী থুরাই রাজা, মিনিষ্টার, প্রাইম মিনিষ্টার্স অফিস, সেকেন্ড মিনিষ্টার ফর ফ্যাইন্যান্স, সেকেন্ড মিনিষ্টার-ফর ফ্যাইন্যান্স, সেকেন্ড মিনিষ্টার ফর ডেভেলপমেন্ট। ক্রেষ্টটি গ্রহণ করেন অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুরের সিইও এ্যন্ড ডিরেক্টর আবু সুজা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এবং অপারেশন'স ম্যানেজার নেছার আহমেদ মিশুক। উল্লেখ্য কোভিড-১৯ সময়ে সিঙ্গাপুর সরকার কর্তৃক প্রবাসী শ্রমিকদের ডরমেটরি হতে বাইরে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ফলে প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারছিলেননা। এমতাবস্থায় সিংগাপুর এর লোকাল ম্যানেজমেন্ট মিনিষ্ট্রি অব ম্যান পাওয়ার এবং মনিটরি অথরিটি অব সিঙ্গাপুর এর লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে কোভিড আক্রান্ত ৬টি ডরমেটরি হতে সপ্তাহে ৪ দিন সশরীরে টাকা সংগ্রহ করে দেশে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

শোকবার্তা

মো. আনোয়ারুল হাকিম (আরাফাত)

প্রধান শাখা, ঢাকার সিনিয়র অফিসার (আইন) মো. আনোয়ারুল হাকিম (আরাফাত) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল, ঢাকায় ৩১/১০/২০২২ ইন্তেকাল করেন (ইন্না ----- রাজিউন)। তিনি ২০২০ সালে ব্যাংকে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

পল্লব দেওয়ান

রাঙামাটি শাখার অফিসার পল্লব দেওয়ান, পিতা-সুশীল কুমার দেওয়ান, লিভারজনিত সমস্যায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৬/১১/২০২২ তারিখে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতাল, রাঙামাটিতে ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি স্ত্রী ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি ১৯৮৮ সালে ব্যাংকে যোগদান করেন। তার মৃত্যুতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তা

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়ের কেয়ার টেকার-১ শঙ্কর চন্দ্র দাস ২৮/১১/২০২২ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে ব্যাংকে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মো. মুরশেদুল কবীর গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

কবিতা

বিজয়ের স্মৃতিকথা

– শাহনাজ রহমান মুক্তা

এই কথা সংগ্রাম-জীবন-ঘামের স্মৃতি,
এই কথা অন্ধকার-ভয়-মৃত্যুর থেকে বাঁচার আকুতি
এবং তাদের ঘিরে অনেক মানুষের গল্প;
নদীবিধৌত জমিনে আঁক কষে যাঁরা বেঁচে থাকে তাদের
এবং তাদের প্রজন্মান্তরের ক্ষতের গল্প;

আমি এইসব লিখতে চেয়েছিলাম একটা স্মৃতিকথা হিসেবে,
সব হিসেব আর মিললো না বলে এখন শুধুই স্মৃতির গল্প টুকে রাখছি।
যখন পিতা ও পিতামহের কাছে হত্যাকান্ড এবং পলায়নের গল্প শুনেছি
শুধু ভয় ছাড়া কিছুই ছিলো না তাতে,
সংগ্রামের বছর নাকি আমার পিতাকে তার ভাইবোনদের সাথে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিলো
লাশের স্রোতে ভরা শীতলক্ষ্যার জলমগ্ন অববাহিকায়
যেখানে রাজধানী থেকে ভেসে যেত নদীভর্তি লাশ আর লাশ।
আমার সদ্য প্রসূতী পিতামহী নিজের রক্ত ও ক্ষতের আভরণে আগলে রেখেছিলেন তার নবজাতককে ;
আর বিজয়ের মুক্তির পর চোখ মুছে লাশের নদী থেকে আঁচলে ছেঁকে ধরা মাছ
রেঁধে খাইয়ে বাঁচিয়েছেন আদরের সন্তানকে।
আমি তাদের প্রজন্মান্তরের স্মৃতি কেবলই।

এরপর যতবারই হেঁটে গিয়েছি সীমান্তে অথবা নদীতীরে
অথবা এই জমিনের যে কোনো আইল ধরে,
এইসব স্মৃতি আমাকে কখনো ছেড়ে যায় নি।।

যেখানেই দেখেছি পুরনো পুকুর যাতে পঞ্চান্ন বছরের কাদা জমে আছে পাড়ে
সেখানেই খুঁজেছি লাশের চিহ্ন, রক্তের দাগ অথবা হাড়গোড়
আমার পূর্বপ্রজন্মের কোনো মানুষের শেষ নিঃশ্বাস এবং
নিগৃহীত হবার বেদনা।
আর বিজয়ের মার্চপাস্টে আমি এখনো দেখি
এক মা লাশের নদী থেকে মাছ ধরে রেঁধে খাওয়ায় তার সন্তানদের।

এখন আমার সন্তানের পায়ে কাদা লেগে থাকলে
আমি পরম মমতায় হাত বুলিয়ে ধুয়ে বলি
"এ আমার দেশের মাটি"।

সিনিয়র অফিসার (স্থপতি)
স্পেশাল স্টাডি সেল

পালহারা শৈশব

মো. মফিজুল হক

শুক্রবারে বাবার সাথে
বাজারে যায় খোকা,
বাবার হাতে জোরসে ধরে
পায় না যেন ধোঁকা।

আঙুল ধরে যায় এগিয়ে
নাচতে নাচতে ঘুরে,
ঐ দেখা যায় বেলুন উড়ে
একটুখানি দূরে।

বেলুন কিনে বেজায় হাসি
খোকার মুখে ফোটে,
এই না দেখে বাবার মুখে
খুশির রেখা ওঠে।
খোকা বলে, 'হাসছ কেন
ওমন করে তুমি?
বাবা বলে, 'তুই ছাড়া যে
জীবন মরুভূমি।

খোকা এবার খিলখিলিয়ে
হাসতে থাকে জোরে,
হাসির আলোয় আঁধার পালায়
অচেনা এক ভোরে।

এদিক ওদিক দেখে খোকা
খুঁজছে আরও কিছু,
বাবা যেন বাধ্য খোকা
হাঁটছে পিছুপিছু।

খোকা আবার আঙুল তুলে
ঘুড়ি দেখায় দূরে,
বাবা আরও মজায় মজে
স্মৃতির জমি খুঁড়ে।

একদিন সেও খোকা ছিল
বায়না ধরেছে খুব,
স্মৃতির ডোবায় ইচ্ছা করে
দিতে সুখের ডুব।

জীবন কেন এমন করে
ফুরিয়ে যায় শেষে!
বাঁচার সাধ মিটলো না তো
মানুষ ভালোবেসে।
অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে
বাবার মুখের দিকে,
ঘুড়ি, বেলুন সবই হলো
বাজার গেলো শিঁকে।

খালি হাতে ঘরে ফেরে
সুখের সীমা নাই,
মা চেঁচিয়ে বলে ওঠে,
'ঘরে জায়গা নাই।

খোকা হাসে বাবা হাসে
হাসেন খোকার মা,
ইচ্ছে করেই আগলে রাখে
ভালোবাসা জমা।

এখনো তো শুক্রবারে
বাজারে যায় খোকা,
বাবার হাতটা পায় না এখন
জীবনই এক ধোঁকা

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার
রায়সাহেব বাজার শাখা, ঢাকা

বিশেষ নিবন্ধ

Implementation of Strategic Workforce Planning: Common Barriers and Possible Solutions

Taijul Islam Mohammad Faisal

There is no doubt that today's marketplace, human resource itself is perhaps the most important tangible asset of an organizations. In spite of its significance, often this asset is not carefully planned, measured or utilized, which refer many organizations are not adequately conscious of the current or future workforce gaps, as a result it limits execution and implementation of business strategy.

Though time to time, higher management frequently proclaim workforce planning is one of the top priorities for their organizations, whereas the apparent gap between intention and execution often very much transparent. However, in this article we will try to sketch out the usual challenges of workforce planning, what should a sensible and operational workforce planning process look like as well as projecting tools that can help organizations determine and retort to their workforce gaps a high-performance organization consider while doing human resource planning that ensure business objectives.

It has been observed that while assembling decisions about workforce planning, most of the organization typically deal with the process of conventional arrangement or set up of workforce. As a result in modern competitive market where the rapid chance is taking place each moment an organization frequently facing conflict between traditional HR versus strategic HR issues. However strategic HR planning is basically a total shift of mindset from a bureaucratic, slow, reactive, fragmented process to fast, proactive, integrated method and supporting the execution of tactics that drive the long term strategies for organization.

There are numerous reasons, but the most common challenges to employ strategic HR planning are in following:

1. Time frame is one of the grand issues to worry and counted as one of great barrier for workforce planning because strategic human resource planning has typically addressed a longer time frame and doesn't show immediate gains.

2. Some companies are too much concern to count human resource planning through cost cutting matter rather sustainable development aspect. Such focus overtakes or ignores the importance of the quality of human resources. Therefore strategic HR planning perhaps suffers due to an extreme focus on the quantitative aspects. The quality side of the aspects (talent management, motivation, morale, career prospects, training etc.). However quantitative and qualitative both aspect needs to be ensured based on organizations business strategy, target and mission.

3. Another workforce planning problem is to give too much concentration to direct labor and lack of attention to indirect labor force, results failure to get outcome for which the planning initiated. As organization mostly emphasized on the area from where direct profits are generating. However, indirect labor is a group refers to those employees that assist the direct labor in the performance of their work. They are not involved directly in the service or production process but sometimes more productive and important or responsible for the result than direct labor.

4. Manpower planning is a lengthy and expensive issue. A good deal of time and cost are involved in data collection and involvement of other related personnel. In such case support is very important from every portion of the organization. Successful planning needs to co-ordinate effort on the part of operating managers and HR personnel.

5. Human resource personnel are assumed as experts in handling personnel and HR issues. But, in real scenario they are not experts more than often. Traditional organization mostly are not responsive or reluctant to involve experts, as a result, human resource requirements anticipated by such group could not bring fruitful outcomes. At the end of the day organizational plans based on such presumptions are suppose to be malformed.

6. In some cases new methods and technologies are forcefully incorporated. These may not be successful unless matched with the needs, environment and training. Therefore proper understanding of organizational culture and related professionals are need for initiate changes.

7. Clash may take place between short term and long term HR needs. For example, there can be a conflict between the pressure to get the work done on time and long term needs (Traditional HR vs. strategic HR).

Today's business plan is based upon knowledge of markets' needs and demands. In addition logical and practical understanding of the strengths and weaknesses of an organization, consciousness of the Internal and external factors that shape strategy implementation is essential. . For an articulate tactical perspective toward human capital, Organization needs to be insightful to their labor market and employees' attitudes and needs. Therefore, there is now high time for high-performance organizations to develop and sustain high-quality workforce planning programs, and break down the traditional barriers including the specified challenges to ensure an effective and resulted oriented workforce plan. Now we will try to give attention to the apparatus a high-performance organization should consider while initiating a successful human resource planning.

1. The prior step in the strategic HR planning process is to get a clear idea about the current HR capacity of an organization. On other way it means the knowledge, skills and abilities needs to be identified of current staffs which can be accomplished by launching a skills inventory for employees. Beside the inventory should go beyond the skills needed for the positions too.

2. The process of developing HR strategies begins with generating strategic HRM options and then making appropriate strategic choices. Besides HR planning strategy formulation should include the following consideration while doing strategic human resource planning :

- Employee's demography.
- Diversity (diversity of the workforce in regard to age, gender, religious and ethnic background)
- Attitudes and needs.
- Levels of education and training.
- The structure and allocation of occupations
- Features of the business strategy
- Culture of an organization.

It is very much needed to understand that the choices of these factors depend on the organization's HR pattern and their approach to integrate the needs of people and the needs of an enterprise. Moreover consideration of these factors can help an organization to recognize employees' needs and shape up plans to predict required performance and what changes or options may be needed in the organization.

3. HR has a huge influence to making the whole organization become an innovative one. Many studies, found that successful business is driven by innovation. Having a workforce that is able to consistently deliver the innovation required to gain competitive advantages in the market is a great advantage. Therefore strategic HR planning should focus on weighting innovativeness of company by recruiting the right talent, developing innovative skills, and creating a corporate culture favorable to innovation.

4. To survive in a fast changing business environment an organization should build a work force plan that is in line with market needs and has the right attitudes for adaptation to change. Acquiring the right talent with the brightest brains and to continuously develop the skill-set and commitment by introducing proper talent management. It should be noted that running a successful business, strategically managing talent is enormously important. Along with ensuring right person in the right responsibilities. It is curtail to maintain a healthy balance between promoting existing employees and recruiting new hires as per need.

5. The HR department should involve other departments as per the plan demands. One big mistake that most organization usually make during workforce planning is not communicating and gathers response or suggestions from other departments. For example financial department and executives' needs to be relate to do the budgeting for a particular plan implementation, so they can estimate HR needs. Once HR department determines its need, communicating a plan can achieve positive results and ensures the plan is associated with business objectives. In addition, HR must develop their departmental mission and values. The departmental mission statement should elaborate how an organization's human resources help to meet the business goals. Without being proactive, organization cannot deal with change if they are not able to predict changes (as strategic HR is all about being proactive and visionary). As a result, HR planning should concern about upcoming challenges may be faced. This makes the strategic plan much more serviceable.

বিশেষ নিবন্ধ

6. Decisions driven by data regarding workforce planning is extremely useful and logically result oriented. HR department always maintain employees database. Using employee data is fundamental when it comes to predict future staffing needs, identifying talent and skill gaps, business forecasting. Availability of employee data is a great resource to make smarter decision regarding workforce planning. As a result formulating strategic workforce planning the optimum utilization of stored employee data base is necessary and rational.

Despite a wide range of benefits of strategic workforce plan, a lot of organization still struggle to implement it. Right workforce or manpower planning can help organization overcome many of the common barriers effectively including mentioned issues. In addition strategic workforce planning ensures that the organization has the required number of employees with the necessary skills to meet its strategic goals. Besides estimating and balancing future demand and supply of employees is a crucial aspect of this method. Strategic planning becomes effective when a reciprocal and mutually supporting relationship exists between Top management and operating body of the organization. At the end of the day it can be said that essential support and understanding by higher authority needs to be given concerning the essence of it and its numerous benefits as well as allow flexibility and time to HR department to produce a productive, sustainable and acceptable strategic workforce Plan.

Principal Officer
Public Relation Division

কবিতা

তুমি রাষ্ট্রযন্ত্র

পার্থ প্রতিম দে

লাশের ভিড়ে চিত্ত তোমার
কেন হায় হায় করে?
তুমিই তো সে এটম বোমা
মজুদ করলে ঘরে!

পচা লাশের ভিড়ে কি গো
আপন কাউকে পাও?
দেশের মানুষ পর কি তোমার
জানটা তাদের খাও?

আর কত হায় মারবে বলো
ভাইয়ের খুনি ভাই!
একটু ওগো করুণা কর
একটু দয়া চাই।

মরছে মানুষ হাসছ তুমি
পকেট ভরা টাকা!
গাফেলতির খামখেয়ালিতে
ঘুরছে দেশের চাকা।

যে ক্ষমতায় মানুষ মারো
সে তো ক্ষণস্থায়ী।
জেনে রাখো আমার মৃত্যুর
তুমি, একমাত্র দায়ী।

সিনিয়র অফিসার (আইসিটি)
আইটি এন্ড এমআইএস ডিভিশন

গল্প

জোছনা ফিরে এসেছে, বাবা ফিরে আসেনি

রাসায়াত রহমান জিকো

আমাদেরই কোন এক আত্মীয়ের বিয়ে অনুষ্ঠান ছিল সেটা। বিয়ের অনুষ্ঠান থাকলে ছবি তো তোলা হবেই। তবে বিয়ে বাড়িতে তখন আলাদা ফটোগ্রাফার ভাড়া করার ঘটনা ঘটে নি। অন্তত মধ্যবিত্ত বা তার নিচে থাকা জনগোষ্ঠীর পক্ষে তো আর সম্ভব না। তখন যেটা হতো সব আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ২-১ জন থাকত যাদের নিজের ক্যামেরা থাকত। সেই ক্যামেরা থাকত ৩৬ টি ফিল্ম। সেগুলা দিয়েই ছবি তোলা হতো তাৎক্ষাণিক ভাবে যা দেখার সুযোগ নেই। স্টুডিওতে ফিল্ম দিলে নেগেটিভ থেকে তা ওয়াশ করে দিত। তখন দেখা যেত। মাঝে মাঝে ৩৬ টার জায়গায় ৩৭ টা ছবিও তোলা যেত।

সেই বিয়েতে বাবার এক আত্মীয়ের কাছে প্রথম ক্যামেরা দেখি। শুনেছিলাম উনি থাকতেন দুবাই। বিয়ে খেতে দেশে এসেছিলেন আর সাথে নিয়ে এসেছিলেন তার শখের ক্যামেরা। বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি বউ-বরসহ সবার ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ করে বললেন, আচ্ছা আমার ছবি তো কেউ তুলল না। কাকে যে বললেন কেউ বুঝল না। তবে বলেই এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। এত মানুষ থাকতে কীভাবে জানি আমাকে খুঁজে পেলেন। বললেন, খুঁকী তুমি আমার ছবি তুলে দাও। আমি বললাম, ছবি কীভাবে তুলে আমার তো জানা নাই। ক্লাস টু-থ্রিতে পরি সম্ভবত। উনি আমাকে একটা ছিদ্রের মত জায়গা দেখিয়ে বললেন, এখান থেকে তাকিয়ে যা দেখা যায়, উপরে দেখ প্রেস করার জায়গা, প্রেস করলেই ছবি উঠে যাবে। জীবনে প্রথম ছবি তুললাম সেবার। ২-৩ টা তুলে ছিলাম। তারপরেই মনে হয় ফিল্ম শেষ হয়ে যায়। নিজের তোলা ছবি অনেক পরে দেখেছিলাম। যার ক্যামেরা তার সাথে আর দেখা হয় নি। কিন্তু ছবিটা দেখেছিলাম যাদের বিয়ে হয়েছিল তাদের বাসায় গিয়ে তাদের নিজস্ব অ্যালবামে।

ছবি তোলার পদ্ধতি অবশ্য এরপর পরিবর্তন হয়ে যায়। সবার মোবাইলেই ছবি তোলা যায়- এই ব্যাপারটা শুরু হলো। এদিকে বাবার একটা ক্যামেরা মোবাইল ছিল পুরানো। নতুন মোবাইল কিনার পর বাবা সেটা ফেলেই রাখতেন। সেটা দিয়েই তখন টুকটাক ছবি তুলা শুরু করলাম। এমন বিশেষ কিছু না, গাছ, লতা, পাতা এসবই। সাহস করে বাবাকে একদিন বলেছিলেম ক্যামেরা কিনে দিতে, বাবা সে কথার জবাবে হ্যাঁ বা "না" কিছুই বলেন নি।

কেন জানি আমার প্রচুর জিদ ছিল ক্যামেরা নিয়ে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারের টিনেজ মেয়ের জন্য দামি ক্যামেরা কিনা এত সহজ ব্যাপার ছিল না। হঠাৎ আমি একদিন আশার আলো দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম আমাদের গ্রামের বাড়িতে নাকি দাদার জমি বিক্রি হবে। বুঝলাম বাবার কাছে বাড়তি টাকা আসবে। তখন বাবাকে রাজী করিয়েছিলাম ক্যামেরা কিনার জন্য। একটা সফট সিগন্যাল আদায় করেছিলাম। আসলে খুব শখ ছিল ছবি তোলার। প্রকৃতির এতসব অপূর্ব দৃশ্যকে ধারণ করার লোভ যে অনেক বড় লোভ। সবাই মনে করত সামাজিক যোগাযোগের নিজের ছবি দিয়ে বাহবা পাওয়ার জন্য আমার এই ছবি তোলার আগ্রহ। বিষয়টা তা না। মনে অভ্যন্তরে আগ্রহটা অন্যরকম ছিল।

তাই যেদিন বাবাকে প্রথম বললাম বাবা আমি ছবি তুলব ক্যামেরা কিনে দাও, বাবা আমার কথা শুনলেন। বাবা আমার কথা সবসময়েই মনোযোগ দিয়ে শুনেন। কিন্তু তিনি সেটা করবেন কি না তা আসে পাশের গুরুত্বহীন মানুষের মতামত নিতেন। বাচ্চু চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন সানিমা'র খুব ছবি তুলার শখ। বাচ্চু চাচা বললেন এগুলা আবার কি আজে বাজে শখ। ছবি তুলে কি হবে? পড়ে ক্লাস এইটে লেখাপড়া করুক। বিয়ার বয়স হইলে বিয়ে দিয়ে দিব।

ক্লাস এইটে পড়ি তখন বয়স মনে হয় ১৪। এই বয়সে আমার বিয়ের চিন্তা কেন করতে হবে বুঝলাম না! তখনও সেই ভাঙ্গা মোবাইল দিয়ে ছবি তুলি। মোবাইলের অবস্থা এতই খারাপ ছিল, মোবাইলের যে ক্যামেরার লেন্স তা মোবাইল থেকে প্রায় বের হয়ে গিয়েছে। সেটা দিয়েই একদিন গ্রামের বাড়িতে পুকুরে ভেসে থাকা শাপলা ফুলের ছবি তুললাম। সাদা রঙের শাপলা ফুলটি ছিল পুকুরের ঠিক মাঝখানে। পাপড়ি গুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। নিচে তার সবুজ পাতা আর চারপাশে নীল জল। শাপলার ছবি তুলতে যাওয়ার কারণে আমার গা জলে ডুবে যাচ্ছিল, পরনের প্যান্ট ভিজে গেল, ফতুয়ার নিচেও জল স্পর্শ করল।

শরীরে তখন আমার রোগজীবাণুও ছিল। পুকুরে নামার সময় কাশ ছিল আর বুকে কফ আছে বুঝতে পারছিলাম! কিন্তু সেগুলোকে পরোয়া করার সময় আমার ছিল না, সেই শাপলার ছবি তোলা আমার কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ছবিটা তুলে গিয়ে মাকে দেখালাম। কিন্তু মা অনেক রাগ করল। বলল, পুকুরের এত ভিতরে কেন গেলি? আর জিজ্ঞেস না করে যাবি না। মায়ের বকা আপাতত হজম করে গেলাম কারণ আমি জানি খুব সুন্দর এক ছবি আমি তুলেছি। কেউ না কেউ তো দেখে নিশ্চিত বলবে এটা খুব সুন্দর একটা ছবি। অপেক্ষায় ছিলাম কারো প্রশংসার। ছবিটা বাবাকে দেখালাম। আমার মনে হল বাবা ছবিটা পছন্দ করেছে। মনে হল আমাকে বলতেও চান সেটা। যখনই বলতে যাবেন তখনই সেই বিরক্তিকর বাচ্চু চাচা ফোন দিল। বাবা বলতে গিয়েও কোন কিছু না বলেই চলে গেল।

আমি পুকুরে ভাসমান শাপলা ফুলের ছবি থাকা অবস্থায় সেই ভাঙ্গা মোবাইলে নিয়ে সারাদিন ঘুরলাম। আরও অনেক ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। ফুলের উপর রাজা ফড়িং এর ছবি। গাছের ডালে টিয়া পাখির ছবি। কিন্তু কোনটিই শাপলার ফুলটার মত সুন্দর হয়নি।

দুই দিন আমি সেই সুন্দর ছবিটি নিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। ছবিটিকে জুম করার চেষ্টা করতাম। ডানে বামে ঘুরানোর চেষ্টা করতাম। খুব ভাল করে খেয়াল করতাম ছবি কীভাবে আরও সুন্দর তোলা যায়। প্রকৃতির দৃশ্য এভাবে কীভাবে রাখা কি চমৎকার একটা ব্যাপার। শাপলা ফুলটা পুকুরের সেই স্থানে আর আছে কি না জানি না। কয়দিন পরেই হয়ত পচে গলে যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তকে আমি ঠিকই ধারণ করেছি! সৌন্দর্যকে ধারণ করার এক অন্যরকম আনন্দে আমি আনন্দিত হলাম।
একদিন খেয়াল করলাম অবচেতন মনে ছবিও আমার সাথে কথা বলে। প্রকৃতি দেখার যেন অন্য এক চোখ আমার মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন দৃশ্য

যেন তা ধারণ করার জন্য মন আনচান করে। কিন্তু ভাঙ্গা মোবাইলে আর কয়দিন! গ্রামের ছবি তোলার সময় স্কুলের ছুটিতে ছিলাম। ছুটি শেষে আবার ঢাকা শহরে ফিরে আসি। ঢাকা শহরে আর ছবি তোলার জায়গা কই? কিন্তু বারান্দায় দাঁড়িয়েই উপর থেকে যা পারতাম তুলতাম। পাশের বিল্ডিং এর ছাদে বসা চড়ুই পাখি। দাঁড়িয়েই পাশের ছাদের দৃশ্য। ছাদে কাপড় শুকা দেওয়ার যে দড়ি সেদিন একটা কবুতর এসে বসল। তুলে ফেললাম কবুতরের ছবি। কি যে সুন্দর সেই কবুতর টা!

এর মাঝে একদিন আমার সেই ভাঙ্গা মোবাইল অর্ধভাঙ্গা থেকে পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। আমার আর ছবি তোলার কিছু থাকল না। তখন অপেক্ষায় থাকতাম বাবার মোবাইল কখন হাতে পাব। বাবা কাজ শেষে বাসায় ফিরলে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। সেই সুযোগে বাবার মোবাইল হাতে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে এদিক সেদিক ছবি তুলতাম। তবে ছবি গুলো ডিলিট করে দিতাম। বাবা বুঝতে না পারে, তাই।

সে বছর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে আবার গ্রামের বাড়িতে গেলাম। শীতকাল ছিল তখন। গ্রামে দাদীর ছাগল নিয়ে ঘুরতাম। ভাঙ্গা মোবাইল তখন আর নেই। তাই ছবি তুলতে পারি না। বাবা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে তাই তার মোবাইলও নাগাল পাই না। তারপরেও বাবা বিশ্রামে থাকলে মোবাইল নিয়ে টুকটাক ছবি তুলি। একদিন ধানক্ষেতের একটা ছবি তুললাম। ততদিনে আলোর খেলা আমি ধরে ফেলেছি। ধানক্ষেতের সেই ছবিটা খুব সুন্দরভাবে ফুটেছিল। সেই ছবি বাবাকে দেখালাম। বাবা কিছু বলেনি। তবে এবার মা খুব প্রশংসা করলেন। তাও একদিন আলাদা ভাবে ডেকে নিয়ে বললেন,
খালি ছবি ই না তুলে একটু লেখাপড়াও কর?

লেখাপড়াও তো করি কিন্তু ছবি তুলতে সমস্যা কি? কিন্তু ছবি দেখাই তোমার মত খালি পড়ালেখার খবর নেয়। পড়ালেখা করা ছাড়া কি এই দুনিয়াতে আর কিছু নেই?

থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তবে কি না, লেখাপড়া না করলে সেগুলোও ভালোমতো করা যায় না। লেখাপড়া করে একদিন অনেক বড় কিছু হবি। লেখাপড়ার মর্যাদাটা এখানেই।

ছবি তুলে কি মানুষ বড় কিছু হয় না?

এত খবর আমার জানা নাই। আমাদের মত মধ্যবিত্তদের জীবনে চলার পথ খুব সহজ না এতটুকু বুঝি।

আমাকে একটা ছবি তোলার কোর্সে ভর্তি করিয়ে দাও। আব্বাকে বলো, পিজ।

তোর স্কুলের বেতন আর বাসার টিচার দিয়েই কুল পাই না, আবার ছবি!

দাও না মা, পিজ।

আচ্ছা তোর বাবাকে রাজী করাব। কিন্তু লেখাপড়া ঠিকমতো করবি তো?

লেখাপড়া ঠিক মত করব কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কি কেউ লেখাপড়া করতে পারে?

সেদিন বাবার সাথে মা কি কথা বলল জানি না। রাতের বেলা বাবার সাথে গ্রামের বাজারেই ঘুরতে গিয়েছিলাম। সুন্দর বাজার। বাজারের পিছনেই খুব সুন্দর বাগানের মত জায়গা। সেখানে মনে হচ্ছে যেন জোছনার অপূর্ব খেলা চলছে। চাঁদের আলো অপূর্ব নকশা তুলেছে সেখানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সকল বাধ ভেঙ্গে ফেলেছে সেখানে।

বাবা বললেন, তোর কি লাগবে? মাকে কি বলেছিস?

একটা ক্যামেরা কিনে দাও বাবা। আমি লেখাপড়া ঠিকমতো করবো।

দাম তো অনেক! তুই যেটা কিনতে চাচ্ছিস সেটা তো কোনো নরমাল ক্যামেরা না।

নিয়াজ গ্রামেরই ছেলে যে ভ্যান চালায়। আমাদের বিশ্বস্ত লোক। আমি তার ভ্যানে করে বাসায় ফিরে এলাম। তার ঠিক ১ঘন্টা পর নিয়াজই আমাকে জানাল এখন গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমি মাকে খুঁজতে উঠানের পাশে রান্নাঘরে গেলাম। দেখি মা হঠাৎ করে উঠে গোছগাছ শুরু করেছে।

মা এসে বলল, শোন তোর বাবা আরো কয়েকদিন গ্রামে থাকবেন। আমি তোকে নিয়ে ঢাকা যাব। আমিও বললাম, হ্যাঁ সেই ভাল।

এখনও ভাবি বয়স আমার এত কম, অথচ সব কিছু বুঝে ফেলেছি। মাকে সামলাতে হবে এখন। মাও সব কিছু বুঝেই আমার সাথে আড়াল করে যাচ্ছেন।

গল্প

নিয়াজ ভ্যানে করে আমাদের নিয়ে রওনা দিল লঞ্চঘাট পর্যন্ত। আরেক রাস্তা দিয়ে। আমি সেই জোছনা ভরা জায়গাটার কথা চিন্তা করছিলাম। কি সুন্দর এক জায়গা। কত বয়স আমার ছিল তখন? ১৪ না ১৫?

ঢাকার বাসায় এসে শুরু হলো আমার আর মায়ের অভিনয় অভিনয় খেলা। আমরা জানি বাবার কিছু একটা হয়েছে কিন্তু দুইজনই দুইজনের সাথে খুব স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছি যেন কিছুই হয় নি। বাবা বাজারে গেছেন বা কাজে গেছেন যে কোন সময় ফিরে আসবেন।

অথচ আমি মাকে বলি, মা বাবা ফোন দিয়েছিল। বলছে ঢাকা আসতে ২-৩ দিন লাগবে।

মা বলেন, তোর বাবা তোর কাছে তাঁর মোবাইল দিয়ে ভাল করেছেন। উনি কাজে ব্যস্ত থাকেন, আর ক্যামেরা যেহেতু এখনও কিনা হয় নি, এই মোবাইল দিয়েই ছবি তুলতে থাক।

১ সপ্তাহ কেটে গেল বাবাকে ছাড়া। আমি বাসায় পেপারপত্র আসলেই লুকিয়ে রাখি। মাও ভান করেন যেন কিছু হয় নি। বাবা আসবেনই কয়দিন পর। ১০ দিন পর আমি আর মা একজন আরেকজনকে বললাম না, বাবা আর আসবেন না। কেন আসবেন না, কি হয়েছে তাঁর কিছুই বিস্তারিত আলাপ করি নি। শুধু জানি বাবা আসবেন না।

বাবা বিহীন জীবন খুব সহজ ছিল না। বাচ্চু চাচা খুব ভান করত তিনি আমাদের দায়িত্ব নিয়েছেন আসলে কিছুই নেন নি। আমার বাবার সকল সম্পত্তি নিয়ে আমাদের বের করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ। মা তখন খুব ছোট একটা কাজ পান। এক প্রাইভেট অফিসের কর্মচারী। একদিন তিনি এসে আমাকে বলেন, মা মানুষের শখ থাকেই, জানি না কোনটা পূরণ হয় আর কোনটা না। তোকে পড়ালেখাই করাতে পারব, ক্যামেরা কিনে দিতে পারব না। তবে তুই আশা হারাইস না।

আমিও ক্যামেরার কথা ভুলে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। মানুষ যখন বিপদে পড়ে তখন বিপদের উদ্ধারও পেয়ে যায়। তখনই মা একদিন এক বয়স্ক মহিলার বাসায় কেয়ারটেকারের কাজ পান। এই নিঃসঙ্গ মহিলার ছেলে মেয়ে সবাই থাকে বিদেশ। তিনি অনেক বড় এক বাড়িতে একা থাকেন। ওনার নাম মালা আন্টি। এই বাসাতেই আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। আমি এসএসসি পাস করি, এইচএসসিও পাস করি এখান থেকেই। ক্যামেরার কথা বেমালুম ভুলে গেছি। হঠাৎ একদিন আন্টির ছেলে বিদেশ থেকে আন্টির জন্য ক্যামেরা পাঠায়। আন্টি আমাকে হাতে দিয়ে বলে ভালোমতো নাড়াচাড়া করে শিখে নাও। আমার ছবি তুলবে আর আমার ছেলেমেয়েদের পাঠাবে। আমি দেরিতে হলেও ক্যামেরা হাতে পেলাম। লেখাপড়া করি আর ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি। একদিন সাহস করে আন্টিকে আমার ইচ্ছার কথা জানালাম। আন্টি আমাকে ফটোগ্রাফি কোর্স করালেন। শিখলাম আমি অনেক খুঁটিনাটি।

আমি পাস করে বের হয়ে ফটো সাংবাদিক হলাম। আমার মা এখন বেশিরভাগ সময়েই অসুস্থ থাকে। মালা আন্টিরও বয়স হয়েছে। এই দুই মহিলাকেই আমি দেখে রাখি। একদিন সাহস করে দুই বৃদ্ধ মহিলাকে নিয়ে গেলাম কক্সবাজার ঘুরতে। মালা খালার তো আর টাকা পয়সার অভাব নাই। জীবনে প্রথম পেনে উঠালেন আমাকে। আকাশে উঠে নিচের দিকে তাকিয়ে আমি পাগলপ্রায় অবস্থা। এত সুন্দর কেন এই পৃথিবী? আমার ক্যামেরা তখন ক্লিক করা শিখে গেছে। ৩ দিন কক্সবাজারে ছিলাম, প্রচুর ছবি তুললাম, একদিন সাহস করে বেশ কিছু ছবি তুললাম। জানতাম এই ছবি আলোড়ন তুলবেই। কিন্তু তখনও জানতাম না জীবনের সব থেকে বড় চমক লুকিয়ে আছে সেখানে।

আমি আসলে এখন আর আমার গল্প কি বলব বুঝতে পারছি না। আমি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছি ফটো সাংবাদিক হিসেবে। একজন নারী সাংবাদিক হিসেবে সহজ ছিল না আমার এই যাত্রা। কিন্তু আমার জীবনের রহস্য এখনো লুকিয়ে রেখেছি।

আজ আমি আবার আমাদের গ্রামের সেই বাজারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। বহু বছর পর সেই জোছনার দেখা আজও পাচ্ছি। আমার মা আর মালা আন্টিকে দেখাতে নিয়ে এসেছি এই চমৎকার দৃশ্য। একজন নামকরা ফটো সাংবাদিক আমি। পুলিৎজার বিজয়ী। কিন্তু একদিন এই ছবি তোলার কারণেই জীবন দিতে হয়েছিল আমার বাবাকে।

সামনের বাসার ছাঁদের ছবি তোলার সময় সেই বাসার প্রভাবশালী লোক তখন খুন করেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে। করতেন ড্রাগসের ব্যবসা। বাবার মোবাইলে তখনকার সেই বিল্ডিং এর ছাদের ছবি তোলার সময় সেটাও চলে আসে। তাড়াহুড়ো করে সেই ছবি ডিলিট করার আগে ভুলে বাচ্চু চাচার কাছে চলে যায় কোন এক মেসেঞ্জার অ্যাপে। বাবা কিছুই জানত না। বাচ্চু চাচাই সম্পত্তির লোভে বাবাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে সেই নেতাকে দিয়েই সেদিন খুন করান বাবাকে। আমাদেরও প্রাণ নাশের আশঙ্কা ছিল। বাবা নাকি বুঝান আমরা কিছুই জানি না। তারা নিজেদের অবৈধ ব্যবসার গোপনীয়তার স্বার্থে খুন করে বাবাকে।

বাবা জানতেন তিনি মারা যাবেন, অনেক অনুনয় করে আমার আর মায়ের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন।
সেই নেতাকে আজ ধরাশায়ী করেছি আমি আমার ক্যামেরা দিয়েই। আমার তোলা ছবি এনে দিয়েছে পুরস্কারও। বাচ্চু চাচাও আর দুনিয়াতে নেই প্রকৃতির নিয়মেই।

মাঠ ভর্তি জোছনা আজ। সেদিনের সেই জোছনা এখনো আছে। জোছনা ফিরে এসেছে, বাবা ফিরে আসেনি।

প্রিন্সিপাল অফিসার
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন

ধন্যবাদ